من وسائل الشرك

শিরকের বাহন

باللغة البنغالية

শিরকের বাহন

লেখক
ড. ইব্রাহীম বিন মুহাম্মাদ আল-বুরাইকান

অনুবাদ
আবুল কালাম মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ

সম্পাদনা
জয়নুল আবেদীন আবদুল্লাহ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القسم العلمي بالدار
من وسائل الشرك./ القسم العلمي بالدار، أبو الكلام محمد عبدالرشيد.- الرياض، ١٤٢٥هـ

٦٨ ص، ١٢ × ١٧ سم

ردمك: ٤ - ٤ - ٩٥٦٦ - ٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١- الشرك بالله أ- عبدالرشيد، أبو الكلام محمد (مترجم) ب- العنوان

ديوي ٢٤٠ ١٤٢٥/٤٩٠٧

رقم الإيداع: ١٤٢٥/٤٩٠٧

ردمك: ٤ - ٤ - ٩٥٦٦ - ٩٩٦٠

الطبعة الأولى

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أمابعد :

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান রাব্বুল আলামীনের। দরুদ ও সালাম তার প্রেরিত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১২০ কোটি, যা বিশ্ব জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ। কিন্তু সারা বিশ্বে ১২০ কোটি মুসলমান থাকলেও সর্বত্র মুসলমানদের মধ্যে তাওহিদের সঠিক আকিদা বিশ্বাস অবর্তমান। বর্তমান সময়ে মুসলমানগণ নানা ধরনের ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসে নিমজ্জিত। তাদের সামনে শিরক, শিরকের বাহন ও খালেস তাওহিদের সঠিক আকিদা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন।

এ ক্ষেত্রে আমরা মনে করি, ড. ইব্রাহীম বিন মুহাম্মাদ আল-বুরাইকানের অসায়েলুশ শিরক বইটি উত্তম হাতিয়ার। এই বইটিতে লেখক শিরক ও তাওহিদের মধ্যকার ব্যবধান পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছেন। বইটি বাংলায় তরজমা করা হয়েছে। সম্পাদনা করা কালে আমরা বইটি যথাসাধ্য সহজ করার চেষ্টা করেছি। বইটির দ্বারা বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান ভাইয়েরা সামান্য উপকৃত হলেও আমরা আমাদের শ্রম স্বার্থক মনে করবো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে খালেস তাওহিদ ও শিরকের ব্যবধান অনুধাবন করার তাওফিক দান করুন। আমীন॥

সম্পাদক

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

তাওহীদ ও এর পূর্ণতার পরিপন্থী শিরকের বাহনসমূহ

الوَسَائِل। আল-ওসায়েল” শব্দটি وَسِيْلَةٌ “অসিলাতুন” শব্দের বহুবচন। ওসায়েল বলতে বুঝায়, যা অপরের নিকটবর্তী করে বা নৈকট্য লাভ করায়।

এ কারণে ইসলামী শরীয়তে এ কথাটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে বস্তু লাভ করার অসিলা হারাম তথা অবৈধ সে বস্তুটি হারাম বা অবৈধ তথা নিষিদ্ধ। আর যা ওয়াজিবের (অবশ্য কর্তব্যের) জন্য অসিলা তা ওয়াজিব, যা সুন্নাতের জন্য অসিলা তাও সুন্নাত। যা মাকরূহের (অপছন্দনীয় কাজের জন্য) অসিলা তা মাকরূহ (অপছন্দনীয়), যা মোবাহের জন্য অসিলা তাও মোবাহ। এমনিভাবে যা শিরকের জন্য অসিলা হবে তা শিরক। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যে ধরনের অসিলার নিকটবর্তী হবে, সে ঐ ধরনের অসিলার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। যে সব অসিলা আল্লাহর সাথে শিরকের নিকটবর্তী করে সে সব অসিলা সর্বাধিক বিপদজনক, কারণ শিরক হচ্ছে আল্লাহর সাথে কৃত সবচেয়ে বড় অপরাধ।

এ থেকে আল্লাহর সাথে শিরক করার দিকে ধাবিত করে এমন অসিলাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং এ জ্ঞাত হওয়ার মূল্য ও তার হুকুম সম্পর্কে অবগতি লাভের গুরুত্ব অপরিসীম। যেহেতু শিরকের

অসিলাসমূহ সীমা সংখ্যাহীন, শিরকে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রও বিশাল এবং বিরাট বিপজ্জনক, সেহেতু তা সম্পর্কে অবগতিলাভ করা এবং তা হতে সতর্ক হওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত ঃ التوسل البدعى শরীয়ত অসমর্থিত অসিলা বা বিদয়াতী অসিলা।

اَلتَّوَسُّلُ "আততাওয়াসসূল অর্থ হচ্ছে নৈকট্য কামনা করা, নিকটবর্তী হওয়া। এ মর্মে মহান আল্লাহর বাণী হচ্ছে,

يَبْتَغُوْنَ اِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ

"তারা তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য কামনা করে।" অর্থাৎ তারা ঐ অসিলা কামনা করে যা তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভ করাবে।

এদিক থেকে অসিলা দু'প্রকার।

প্রথমত ঃ تَوَسُّلٌ مَشْرُوْعٌ "তাওয়াসসূলুন মাশরুউন" শরীয়ত সম্মত অসিলা।

তা হচ্ছে আল্লাহ পছন্দ করেন ও তিনি খুশী হন এ জাতীয় ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব ইবাদত সমূহ, চায় সেটা কথায় হোক কি কাজে হোক অথবা বিশ্বাস তথা আকিদাগতই হোক। তার মাধ্যমে বা অসিলায় আল্লাহর নৈকট্য কামনা করা।

দ্বিতীয়ত ঃ تَوَسُّلٌ غَيْرُ مَشْرُوْعٍ "তাওয়াসসূলুন গাইরু মাশরুইন" শরীয়ত অসমর্থিত অসিলা।

এ অসিলা হচ্ছে সে অছিলা যাকে بدعى তথা বিদয়াত নামে ডাকা

হয়। তা হচ্ছে আল্লাহর অপছন্দনীয় ও আল্লাহর অসন্তোষজনক কথা, কাজ ও বিশ্বাসের অসিলায় আল্লাহর নৈকট্য কামনা করা।

এখানে আমরা যা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি তা হচ্ছে আল্লাহর নিকট যে সব দোয়ার মাধ্যমে (বা অসিলায়) আল্লাহর নৈকট্য কামনা করলে তা আল্লাহর নিকট গৃহীত ও কবুল হবে তা। এ পরিপেক্ষিতে তা কয়েক প্রকার।

১। মৃত ব্যক্তি অথবা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে অসিলা করে দোয়া করে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করা অথবা তাদের দ্বারা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা বা অনুরূপ অপর কিছু করে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করা। এরূপ করা বড় ধরনের শিরক। এরূপ কাজ মিল্লাতে ইসলামী হতে বের করে দেয় এবং এটা তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের বিপরীত কাজ।

২। মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে এবং মাজারের পাশে বসে নেক আমল করা, কবরের উপর দালান তৈরী করা, কবরে কাপড় জড়ানো এবং কবরের পাশে বসে দোয়া ইত্যাদির অসিলায় আল্লাহর নৈকট্য কামনা করা। এরূপ করা ছোট শিরক, কাংক্ষিত তাওহীদের পরিপূর্ণতার বিপরীত কাজ।

৩। আল্লাহর নিকট নেককার বান্দাদের যে মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে তাকে অসিলা করে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করা। এরূপ করা হারাম। কারণ নেককার বান্দাদের নেক আমল তাদের নিজেদের কল্যাণে আসবে মাত্র। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَاَنْ لَّيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَاسَعَى -

"আর মানুষ যা চেষ্টা করে, সে তাই লাভ করে।" (সূরা নাজম ঃ ৩৯)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اِذَامَاتَ اِبْنُ اَدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ ، صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ ، اَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، اَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ -

"আদম সন্তান মারা গেলে তার শুধুমাত্র তিনটি আমল ব্যতীত আর সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, সাদকায়ে জারিয়া, এমন ইলিম যা দ্বারা কল্যাণ লাভ হয়, নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।"

আল্লাহর নিকট নেককার বান্দাদের যে মর্যাদা রয়েছে তা শুধুমাত্র তাদের কল্যানে আসবে। মহান আল্লাহকে তার সৃষ্টির উপর কিয়াস করা আর তার অসন্তুষ্টির ক্ষেত্রেও কোন মাধ্যম কোন কাজে আসেনা।

মাখলুকের ক্ষেত্রে এরূপ কল্যাণ ও অকল্যাণের মাধ্যম কার্যকরী হয়। কারণ তারা বিভিন্ন কাজে ও মঙ্গলে অমঙ্গলে পরস্পরের অংশিদার। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে অসিলা করা বাদ দিয়ে ইবনে আব্বাসের নিকট আসেন তাদের জন্য দোয়া করাতে। যদি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে অসিলা করে আল্লাহর নিকট দোয়া করা

জায়েজ হত তাহলে তাদের জন্য তাঁকে অসিলা করাই সর্বোত্তম ছিল। তাদের এরূপ করাই প্রমান করে যে, তাদের নিকট একথা অকাট্যভাবে প্রমানিত ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে অসিলা করা জায়েজ নয়, অথচ একথা স্বীকৃত যে রাসূলের মর্যাদায় পৌছানো অপর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যারা কোন নেক বান্দার সম্মান ও মর্যাদাকে অসিলা করে আল্লাহর নৈকট্য কামনাকে জায়েজ তথা বৈধ মনে করেন তারা মহান আল্লাহর সৃষ্টির উপর কিয়াস করেই তা করেন।

এক অন্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিল, اِنِّى اَتَوَسَّلُ بِكَ يَامُحَمَّدُ اِلىَ رَبِّكَ "হে মুহাম্মদ! আমি আপনাকে আপনার প্রতিপালকের নিকট অসিলা করব।" এ হাদীস হচ্ছে, ঐ ব্যক্তি রাসূলের মাধ্যমে নিজের জন্য দোয়া করাতে চেয়েছিল। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে বলেছিলেন, قُلْ اَللّهُمَّ شَفِّعْهُ لِى বল, হে আল্লাহ! তাকে আমার জন্য সুপারিশকারী করুন। হাদীসটি যদি সহীও ধরা হয় তা হলেও এটি শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ও গ্রহণীয় হবে। অথচ এ হাদীস জয়ীফ।

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, تَوَسَّلُوا بِجَاهِى فَاِنَّ جَاهِى عِنْدَ اللّهِ عَظِيْمٌ। "তোমরা আমার সম্মান, মর্যাদা ও উচ্চ আসনকে

অসিলা কর, কারণ আমার সম্মান, মর্যাদা ও উচ্চ আসন আল্লাহর নিকট বিরাট মর্যাদাবান।”

এ হাদীস হচ্ছে موضوع হাদীস, জাল ও তৈরী করা হাদীস। হাদীস বিশারদদের মধ্যে ইবনুল জাওজী, ইবনে তাইমিয়া, শওকানী এবং অপরাপর অনেকেই এ হাদীস সম্পর্কে এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। এর উপর ভিত্তি করে আমরা জানতে পারি যে, “উমুক ব্যক্তির সম্মান মর্যাদা ও উচ্চ আসনকে অসিলা করে আপনার সন্তোষ কামনা করি” এরূপ দোয় করা হারাম।

৪। কোন নেককার ব্যক্তির নাম নিয়ে অসিলা করা। যেমন কারো এরূপ বলা أَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ “মুহাম্মদকে অসিলা করে আপনার নৈকট্য কামনা করি।” এরূপ বাক্য ব্যবহার করা বিদআত ও হারাম। এর মধ্যে যে সব অর্থ রয়েছে এর সব কয়টি অর্থই ফাসেদ ও ইসলামী শরীয়ত অস্বীকৃত। এ বাক্যটির মধ্যে যে সব অর্থ নিহিত আছে তম্মধ্যে আছে ঃ ক) সম্মান, মর্যাদা ও উচ্চাসনকে অছিলা করা। খ) আল্লাহর সত্তাকে বিভক্ত করা আর গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা অথচ তা হারাম। এরূপ করা ছোট শিরক। গ) কল্যাণ ও অকল্যাণের ক্ষেত্রে, বিপদ দূরীকরণ ও মঙ্গল করার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে মাধ্যম দাঁড় করানো। এরূপ করা হচ্ছে মুশরিকদের কাজ। এটি হচ্ছে শিরকে আকবর ও মিল্লাতে ইসলামী হতে দূরে নিক্ষেপকারী। মহান আল্লাহ মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেন,

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

"আমাদেরকে আল্লাহর একান্ত নিকটবর্তী করে দেয়ার জন্যেই শুধু আমরা তাদের উপাসনা করি।"

ঘ) এ বাক্য ব্যবহার দ্বারা বরকত হাসিল করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে। এক দিকে উপরোক্ত অর্থগুলো এ বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে অপর দিকে এ বাক্য ইসলামী শরীয়ত সম্মত না হওয়ার কারণে এরূপ বাক্য ব্যবহার করা হারাম। সাহাবায়ে কিরাম এরূপ করেন নি। শুধু তাই নয় তাবেয়ী ও তাবেতাবেয়ীনেরও কেউ তা ব্যবহার করেন নি। যাতে প্রমাণিত হয় যে, এ বাক্যের ব্যবহার বিদআত ও মুহদাস তথা নতুন আবিস্কৃত। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هَذَامَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدٌّ

"আমাদের শরীয়ত সম্মত নয় এমন কিছু কেউ নতুন উদ্ভাবন করলে তা পরিত্যাজ্য।"

তিনি আরো বলেছেন,

وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الاْمُوْرِ ، فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

নতুন উদ্ভাবিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সাবধান। প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদয়াত, আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।

আপনি যখন বিদআতী অসিলা বা মাধ্যম সম্পর্কে অবগতি লাভ

করলেন তখন শরীয়ত স্বীকৃত ও সম্মত অসিলাগুলো সম্পর্কে অবগতি লাভ করা আপনার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

শরীয়ত সম্মত অসিলাগুলো কয়েক প্রকারের।

প্রথমত ঃ মহান আল্লাহর নাম ও সিফাত দিয়ে অসিলা করে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَلِلّٰهِ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

"মহান আল্লাহর অনেকগুলো সুন্দরতম নাম রয়েছে তাকে তোমরা সেগুলো দ্বারা ডাকো।"

সুতরাং বান্দা আল্লাহর সমীপে দোয়া করা কালীন উপযুক্ত ও উপযোগী নাম ব্যবহার করে মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করবে। যেমন রহমত কামনা করার সময় الرَّحْمَنُ। "আররাহমানু" মাগফিরাত কামনা করার সময় اَلْغَفُوْرُ। "আলগাফুরু" নাম ধরে তাকে ডাকবে।

দ্বিতীয়ত ঃ তাওহীদ ও ঈমান দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অসিলা করা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ - (ال عمران ٥٣)

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ তাতে আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা এ রাসূলের অনুসরণ করেছি, সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত কর।" (আল-ইমরান ঃ ৫৩)।

অতপর বলবে, আমার ঈমানকে অসিলা করে তোমার নৈকট্য কামনা করছি।

তৃতীয়ত ঃ স্বীয় নেক আমলকে অসিলা করে বান্দা তার প্রতিপালকের নৈকট্য কামনা করবে। বান্দা তার সর্বোত্তম আমলকে অসিলা করে তার রবের নিকট কিছু কামনা করবে। যেমন নামায, রোজা, কুরআন তেলাওয়াত এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা ইত্যাদি। এর প্রমাণ হল গুহায় প্রবেশকারী তিন ব্যক্তির ঘটনা। তারা গুহায় প্রবেশের পর একটি পাথর গুহা হতে নির্ঘমনের পথ বন্ধ করে দেয়। তখন তারা এ বিপদ মুক্তির জন্য তাদের সর্বোত্তম নেক আমলকে অসিলা করে আল্লাহর নিকট দোয়া করে। এ হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফে বিদ্যমান রয়েছে। বান্দা নিজেকে ফকিররূপে উপস্থাপিত করে আল্লাহর নিকট অসিলা করবে। যেমন আইউবের (আঃ) জবানে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

اِنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

"আমি চরম বিপদে পড়েছি আর তুমি হলে সর্বোত্তম রহমত দাতা।" অথবা বান্দা নিজের প্রতি নিজে জুলুম করেছে এবং সে জুলুম হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট তার প্রয়োজনীয়তাকে অসিলা করে দোয়া করবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইউনূছ (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন,

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

"তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তুমি অতি পবিত্র, আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত।" নিজের তাওবাকে অসিলা করে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য

কামনা করবে। যেমন বান্দা বলবে,

اَللّٰهُمَّ اِنِّى تُبْتُ اِلَيْكَ فَاغْفِرْلِىْ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট তাওবা করছি, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।"

উপরোক্ত শরীয়ত সম্মত ও শরীয়ত স্বীকৃত অসিলাগুলোর হুকুম ইসলামী শরীয়াতে বিভিন্ন। এর মধ্যে কোনটি ওয়াজিব, যেমন আল্লাহর নাম ও সিফাত এবং ঈমান ও তাওহীদকে অসিলা করা। আবার কোনটি হল মুস্তাহাব, যেমন নেক আমলকে অসিলা করা।

চতুর্থত ঃ আল্লাহর নেক বান্দাদের দোয়াকে অসিলা করা। যেমন কোন ব্যক্তি যাকে নেক বান্দা মনে করবে তাকে একথা বলা যে, আমার জন্য দোয়া করুন। অথবা বলবে, ভাই আপনার নেক দোয়ায় আমাকে ভুলবেন না। আর যার নিকট দোয়া চাওয়া হচ্ছে সে ব্যক্তি জীবিত, তার সামনে উপস্থিত ও তার কথা শুনছে এমন ব্যক্তি।

আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ঈমানদার ব্যক্তির প্রতি ওয়াজিব তথা একান্ত কর্তব্য হচ্ছে, বিদআতী পদ্ধতিতে অসিলা করার সকল পদ্ধতি পরিত্যাগ করা। কারণ বিদআতী পদ্ধতিতে অসিলা করলে সে ক্ষেত্রে বড় শিরক, ছোট শিরক, বিদয়াতে মুহরিমার যে কোনটির মধ্যে লিপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। আর এরূপ বিদয়াতী পন্থায় অসিলা করলে তা কবুল না হওয়ার ঝুকি রয়েছে। কারণ মহান আল্লাহ শুধুমাত্র সে দোয়াই কবুল করেন, যে দোয়া তার শরীয়ত সম্মত ও শরীয়ত স্বীকৃত।

তেমনিভাবে একত্ববাদী ঈমানদার বান্দার কর্তব্য হচ্ছে, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর ঘোষিত ও হাদীস শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষিত দোয়ার প্রতি অধিক মনোনিবেশ করা। কারণ এ দোয়াগুলো কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। এসব দোয়ার মধ্যে সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে এবং ক্ষতিকর অবস্থায় নিপতিত হওয়া থেকে মুক্তি রয়েছে। এসব দোয়া ও জিকির বিভিন্ন দোয়ার গ্রন্থে বিরাজমান। যেমন ঃ

১। الاذكار للنبوى ইমাম নববীর 'আল আযকার।'

২। الوابل الصيب لابن القيم ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমের 'আল ওয়া বিলুস সাইয়িব।'

৩। تحفة الزاكرين للشوكانى ইমাম শওকানীর 'তোহফাতুজ যাকেরীন।'

৪। الكلم الطيب لابن تيمية ইমাম ইবনে তাইমিয়ার 'আল কালেমুত তাইয়েব।'

৫। نزل الابرار لصديق احمد خان সিদ্দিক আহমত খানের নুজুলুল আবরার ইত্যাদি গ্রন্থ এবং এরূপ আরো অনেক দোয়ার গ্রন্থ আছে যেগুলোতে এসব দোয়া রয়েছে।

এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সহী ও শুদ্ধভাবে বর্ণিত দোয়াগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা অবশ্য কর্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কবরকে মসজিদ বানানো

কবরকে মসজিদ বানানো কথাটির মধ্যে কতগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমত ঃ কবরের উপর মসজিদ তৈরী করা।

দ্বিতীয়ত ঃ কবরের নিকট ইবাদত করাকে উত্তম মনে করে সেখানে ইবাদত করা। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের পাশে ইবাদত করতে নিষেধ করেছেন।

نَهَى اَنْ يُّصَلِّىَ بَيْنَ الْقُبُوْرِ –

"কবরের পাশে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন।"

তৃতীয়ত ঃ কবরবাসীদের উদ্দেশ্য করে কিছু ইবাদত করা।

চতুর্থত ঃ কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা।

পঞ্চমত ঃ কবরের উপর ফলক তৈরী করা, কবরে বাতি জ্বালানো, কবরের উপর কিছু লিখা, কবরকে গেলাফ দিয়ে ঢাকা, কবরের উপর সুগন্ধি ছড়ানো ইত্যাদি।

ষষ্ঠত ঃ বিদয়াতী পন্থায় কবর জিয়ারত করা।

কবরকে মসজিদ (সিজদার জায়গা) রূপে গ্রহণ করা হারাম হওয়া সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিম শরীফে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِى لَمْ يَقُمْ

مِنْهُ : لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى ؛ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ –

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগ হতে আর সুস্থ হন নি সে রোগ শয্যায় বলেছেন, "মহান আল্লাহ ইহুদী ও নাছারাদের প্রতি অভিসম্পাত (লানত) করেছেন, কারণ, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদরূপে গ্রহণ করেছে।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এরূপ না বলতেন তাহলে তাঁর কবরকে সবচেয়ে সুন্দররূপে সাজানো হত। অথবা তিনি এ ভয় করেছিলেন যে, তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর কবরকেও মসজিদরূপে গ্রহণ করা হবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থাবস্থায় তাঁর স্ত্রী মারিয়া (রাঃ) হাবশায় দেখা গীর্জার সৌন্দর্য্য ও তাতে আঁকা ছবির কথা উল্লেখ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা উচুঁ করে বলেন,

اِنَّ أُوْلَئِكَ اِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، ثُمَّ صَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ ، أُوْلَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ

"তাদের অবস্থা হচ্ছে, তাদের মধ্যে কোন নেককার ব্যক্তি মারা গেলে তার কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করত এবং পরে তাতে

তাদের ছবি অংকন করত, তারা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব।"

সহী মুসলিম শরীফে হযরত জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে বলেছেন,

اِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ الْقُبُوْرَ أَوقَالَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ،اَلاَ فَلاَ تَتَّخِدُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ فَاِنِّى اَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ .

"তোমাদের পূর্বেকার উম্মতগণ কবরকে গ্রহণ করত অথবা বলেছেন, তোমাদের পূর্বেকার উম্মতগণ তাদের নবীদের কবরকে মসজিদরূপে গ্রহণ করত। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদরূপে গ্রহণ করো না। আমি তোমাদেরকে একাজ করতে নিষেধ করছি।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

لاَتُصَلُّوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا (مسلم)

"তোমরা কবরের উপর নামায আদায় করবে না এবং তার উপর বসবে না।" (মুসলিম)

এতো গেল হাদীসের ভাষ্য। নবীদের কবরের উপর যে সব মসজিদ তৈরী করা হয়েছে সে সব মসজিদে নামায আদায় করা জায়েজ নয়।

নবীদের কবরের উপর এরূপ মসজিদ তৈরী করা হারাম। নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণিত হাদীস দ্বারা বিভিন্ন ইমামগণ এ বিষয়ে দলিল গ্রহণ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরকে মসজিদ বানিয়ে নামায আদায় করাকে মূর্তিপূজা করা বলে অবিহিত করেছেন। মুয়াত্তা গ্রন্থে ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَللّٰهُمَّ لاَتَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُعْبَدُ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلَى قَوْمٍ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ -

"হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তিপূজার স্থান করো না। যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদরূপে গ্রহণ করেছে তাদের প্রতি আল্লাহর কঠিন অসন্তুষ্টি ও বিরাগ রয়েছে।" সুনানের কিতাবে বর্ণিত আছে যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاَتَتَّخِذُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَاِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ -

"আমার কবরকে উৎসবের স্থান বানিও না। তোমরা যেখানেই থাক আমার প্রতি দরূদ পাঠ করো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌছানো হয়।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন এবং কবরে বাতি জ্বালাতে নিষেধ করেছেন। সুনানে আবু দাউদে এভাবে হাদীসটি বর্ণিত আছে,

لَعَنَ اللّٰهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

"কবর জিয়ারতকারী মহিলাদের প্রতি আল্লাহ্ লানত করেছেন এবং কবরকে মসজিদরূপে গ্রহণকারী ও কবরে বাতি দাতাদের প্রতি লানত করেছেন।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষেধ করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَمَسْجِدِىْ هَذَا وَالْمَسْجِدُ الاَقْصى -

"তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্য ব্যতীত অপর কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। মসজিদুল হারাম (মক্কা শরীফ), আমার এ মসজিদ (মসজিদে নববী) ও মসজিদুল আকসা।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের দিকে মুখ করে বা কবরের উপর নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে

اَلاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ الاَّ الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَّامُ -

"কবরস্থান ও পায়খানা ব্যতীত সারা দুনিয়ার জমিনই মসজিদ।" (আহমদ)

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থানে নামায আদায়

করতে নিষেধ করেছেন।”

عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى اَنْ يُّصَلِّيَ بَيْنَ الْقُبُوْرِ -

“আনাস রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থানে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন।”

আবু দাউদ শরীফে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন,

اِنَّ خَلِيْلِيْ نَهَانِيْ اَنْ اُصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ -

“আমার বন্ধু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কবরস্থানে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন।”

কবরকে মসজিদরূপে গ্রহণের ব্যাপারে শরিয়তের বিধি-নিষেধ তিন প্রকার ঃ

প্রথমত ঃ এটি তাওহীদের বিপরীত। আর তা হল কবরবাসীদের ডাকা, তাদের দ্বারা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা, তাদের নিকট বিপদ দূরীকরণ ও কল্যাণ কামনা করা বা এ জাতীয় কাজ করা।

দ্বিতীয়ত ঃ এটি তাওহীদের পূর্ণতার বিপরীত। যেমন কবরের নিকট নামায আদায় করা, দোয়া করা এবং কবরকে স্পর্শ করে কিছু কামনা করা ইত্যাদি।

তৃতীয়ত ঃ কবরে গেলাফ লাগানো, কবরে চুনকাম করা, কবরের

উপর লিখা, কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা ইত্যাদি বিষয়গুলো হল বিদয়াত।

প্রথম প্রকারের কাজ মানুষকে মিল্লাতে ইসলামী হতে বের করে দেয়। দ্বিতীয় প্রকারের কাজ হচ্ছে ছোট শিরক, আর তৃতীয় প্রকারের কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম।

এক শ্রেণীর লোক দাবী করে যে, কবরকে মসজিদরূপে গ্রহণ করা অপবিত্র কাজ নয় এবং তারা এ কথাও দাবী করে যে, নবীগণ ও তাদের উচ্ছিষ্ট পবিত্র। আসলে এরা বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত। কেননা সালফে সালেহীনদের কেউই তাদের মতের পক্ষে ছিলেন না। কবরকে মসজিদরূপে গ্রহণ করা হারাম হওয়ার কারণ হচ্ছে এটি শিরকের অসিলা গুলোর মধ্যে অন্যতম। আর এটাই হচ্ছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার এ বাণীর অর্থ-

وَلَوْلاَ ذَلِكَ لأبْرَزَ قَبْرُهُ :أى لئلا يتخذ قبره مسجداً

"বিষয়টি যদি এমন না হত তাহলে তাঁর কবরকে উচু করা হত।" অর্থাৎ তারা যেন তাঁর কবরকে মসজিদরূপে গ্রহণ না করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর অর্থ-

اَللَّهُمَّ لاتَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يَعْبُدُ-

"হে আল্লাহ! আমার কবরকে পূজারস্থান করো না।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর বাণীর অর্থ-

لاَتَتَّخِذُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ حَيْثُ كُنْتُمْ فَاِنَّ صَلاَتَكُمْ تبلغنى -

"আমার কবরকে উৎসবের স্থান করো না। তোমরা যেখানেই থাক

আমার প্রতি দরুদ পাঠ কর। কারণ তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছানো হয়।" মহান আল্লাহ বলেছেন,

قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلَى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا (سوره الكهف : ٢١)

"তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল তারা বলল, আমরাতো নিশ্চয়ই তাদের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করব।" (সূরা কাহাফ ঃ ২১)

কবরকে মসজিদরূপে গ্রহণ করার মধ্যে মুশরিক, ইহুদী ও খৃষ্টানদের কাজের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী এর প্রমাণ-

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ-

"মহান আল্লাহ ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি লানত করেছেন এ কারণে যে, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে।"

কাফির, মুশরিক ও ইহুদী, নাছারাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করা হারাম। যদিও এ সব কাজের কোনটি মিল্লাত থেকে বের করে দেয় আর কোনটি মিল্লাত হতে বের করে না। কিন্তু এতে যে করীরাগুনাহ হয় এটি সুস্পষ্ট। এর প্রমান হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী

وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ -

"যারা যে সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ করে, তারা সে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।"

একত্ববাদী মুমিনের কর্তব্য তথা ওয়াজিব হচ্ছে সকল ইবাদত ও সকল কর্মকান্ড শুধুমাত্র খালেছভাবে আল্লাহর জন্য করবে। আর তার কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্য হবে দোয়া দ্বারা মৃতব্যক্তির উপকার করা। এক্ষেত্রে মৃতব্যক্তি দোয়ার দ্বারা নিজের উপকার সাধনেই সর্বাপেক্ষা অধিক মুখাপেক্ষী। আর জিয়ারতকারীর কল্যাণ ও উপকার হচ্ছে মৃত ব্যক্তির অবস্থা হতে শিক্ষা গ্রহণ করা, কবর জিয়ারতের মধ্যে যে সওয়াব রয়েছে তা হাসিল করা এবং এ ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পথ প্রদর্শক ও অগ্রগন্যরূপে গ্রহণ করা।

উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা জানতে পারলাম যে, কোন কোন মানুষের পক্ষ হতে কবরকে স্পর্শ করা, কবরের জন্য মানত মানা, কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা, কবরের চতুরপার্শে ঘোরা, কবরবাসীর জন্য দোয়া করা এবং এ জাতীয় আরো অনেক কাজ যা পালিত হয় এগুলো জাহেলী যুগের লোকদের অভ্যাস যা ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছে-মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে-যা মসিহে দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় ফিতনায়ে কোবরা তথা বিরাট বিপর্যয়কালে প্রকাশিত হবে এবং এ জাতীয় কার্য সম্পাদন কারীরাই দাজ্জালের অনুসারী হবে। এ সব কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত আমলের বিপরীত।

তৃতীয় অধ্যায়

নেককার বান্দাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি

নেককার বান্দা বলতে বুঝায়, যিনি শরীয়তের অনুসারী হওয়ার কারণে ও একে সঠিক ভাবে আকড়ে ধরার ফলে বাস্তবে নেককার ছিলেন বা যে ব্যক্তি নেককার হবার দাবীদার অথবা যাকে পথ প্রদর্শক ও অগ্রগন্যরূপে লোকজন গ্রহণ করেছে। এ দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কথা ও কাজ এর অন্তর্ভুক্ত।

তাদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হল ঃ কথায় ও কাজে প্রশংসা ও স্তুতিতে শরীয়ত নির্ধারিত সীমালংঘন করা। এরূপ বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক কাজগুলো দুভাগে বিভক্ত।

১. নেককার লোকদের প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনার ক্ষেত্রে শরয়িত নির্ধারিত সীমালংঘন করা। আর এটি তিন ভাগে বিভক্ত।

ক. এ ধরনের সীমালংঘন তাওহীদের বিপরীত ও সাংঘর্ষিক। কারণ তা হচ্ছে বড় শিরক। যেমন ঃ আল্লাহর কোন সিফাতকে তার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় লাওহেমাহফুজের জ্ঞান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয় বা কোন শায়খের সাথে মিলিয়ে দেয়া। অথবা এমন বলা যে, তিনি বিপদমুক্ত করেন, অথবা তিনি কোন কল্যাণ অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখেন, অথবা কোন বিপদ মুসিবতে আল্লাহকে না ডেকে তাঁকে ডাকা, অথবা তাঁর দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা ও মুক্তি কামনা করা ইত্যাদি।

খ. এ প্রকারের সীমালংঘন হচ্ছে পরিপূর্ণ তাওহীদের বিপরীত। কারণ তা হল ছোট শিরক। যেমন ঐ নেকবান্দার নামে শপথ করা এবং এরূপ বলা যে, আল্লাহ যা চান আর আপনি যা চান তাই হবে। অথবা এমন বলা যে, যদি উমুক ব্যক্তি না হত তাহলে আমাদের এরূপ ক্ষতি হতে পারত।"

গ. কোন নেক বান্দাকে এমন গুণে গুণান্বিত করা যা তার মধ্যে নেই, এ প্রকারের সীমালংঘন করা হারাম। তবে এটি উপরোল্লেখিত দু'ধরনের শিরকের মধ্যে পড়ে না। যেমন কোন নেককার বান্দাকে দানশীলরূপে বর্ণনা করা অথচ সে কৃপণ অথবা কোন ভীরু দুর্বল ব্যক্তিকে সাহসী বলে আখ্যায়িত করা। এ ধরনের মিথ্যা বলা হারাম, কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

২. কাজের মাধ্যমে নেককার বান্দাদের প্রশংসা ও স্তুতির ক্ষেত্রে সীমালংঘন করা। আর তা তিনভাগে বিভক্ত।

ক. এটি তাওহীদের বিপরীত, কেননা তা বড় শিরক। যেমন তার জন্য রুকু সিজদা করা ও তার প্রতি ভরসা করা, তার উপর নির্ভরশীল হওয়া ইত্যাদি।

খ. এটি ছোট শিরক হওয়ার কারণে পরিপূর্ণ তাওহীদের বিপরীত। যেমন কবরের পাশে আল্লাহর জন্য নামায আদায় করা এবং কবরের পাশে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করা অথবা উত্তম মনে করে কবরের পাশে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা।

গ. যা উপরোক্ত দু'ধরনের শিরকের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু

এতদসত্বেও তা হারাম। যেমন কবরে চুনকাম করানো, কবরের উপর লিখা, কবর পাকা করা বা এর উপর স্তম্ভ নির্মাণ ইত্যাদি। এগুলো বিদআত ও অপছন্দনীয় কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত সুন্নাতের পরিপন্থী এবং কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

নেককার বান্দাদের প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনার ক্ষেত্রে যে সব সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি করা হয়, তাদের জীবদ্ধশায় সীমালংঘন করাও তার মধ্যে পড়ে। যেমন তাদের দ্বারা বরকত হাসিল করা। এগুলো আবার কয়েক প্রকার ঃ

(১) তাদের নিকট দোয়া চাওয়া, এটি জায়েজ, এতে কোন ক্ষতি নেই।

(২) তাদের ব্যবহৃত আসবাবপত্রাদি, তাদের দেহ ও তাদের উচ্ছিষ্ট দিয়ে বরকত হাসিল করা হারাম। শুধুমাত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্ধশায় এর ব্যতিক্রম ছিল। এ কারণে কোন সালফে সালেহীন থেকেও এ কথা বর্ণিত নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তাঁর কোন পরিত্যাক্ত আসবাবপত্র দিয়ে কেউ বরকত হাসিল করেছেন।

বরকত গ্রহণকারীর বিশ্বাস অনুযায়ী এ জাতীয় বরকতের হুকুম বিভিন্ন হয়ে থাকে। যদি কোন ব্যক্তি এ বিশ্বাস করে যে, ঐ ব্যক্তি বা বস্তু বরকত দিতে পারে বা বরকত সৃষ্টি করতে পারে অথবা এটি তাতে কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম, তাহলে এটি হচ্ছে

বড় শিরক যা ইসলামের গন্ডী হতে বের করে দেয়। আর যদি এ বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহই সব কিছুর দাতা এ বস্তু বা ব্যক্তি তার নিকটবর্তী করে দিবে মাত্র, এ বস্তু বা ব্যক্তির এর মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতা নেই, বরকত দিতে পারে না এবং সৃষ্টিও করতে পারেনা তাহলে এটি হবে ছোট শিরক আর তা পরিপূর্ণ তাওহীদের বিপরীত।

(৩) তাদের ইবাদতের স্থানও তাদের গমনাগমনের স্থান দ্বারা বরকত হাসিল করা। এরূপ করা বড় শিরক যা তাওহীদের বিপরীত।

عَنْ اَبِى وَاقِدٍ اللَّيْثِى قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى حُنَيْنٍ ، وَنَحْنُ حَدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ ، وَلِلْمُشْرِكِيْنَ سِدْرَةٌ يَعْتَكِفُوْنَ عِنْدَهَا ، وَيَنُوْطُوْنَ بِهَا اَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا : ذَاتُ اَنْوَاطٍ ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ ، فَقُلْنَا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، اِجْعَلْ لَنَا اَنْوَاطٍ كَمَالَهُمْ ذَاتُ اَنْوَاطٍ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اِنَّهَا السُّنَنُ قُلْتُمْ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلُ لِمُوْسَى ، اِجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا

لَهُمْ اَلِهَةٌ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ – (رواه الترمذى وصححه)

"আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হোনায়েনে গমন করলাম। আমরা সবেমাত্র ইসলাম কবুল করেছি। আমরা দেখতে পেলাম মুশরিকদের জন্য কিছু কুলগাছ রয়েছে যেগুলোর কাছে তারা অবস্থান করে এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখে। তারা এটিকে 'বিশেষ বৃক্ষ' রূপে মর্যাদা দিত। আমরা এ রূপ গাছের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, তাদের যেমন বিশেষ গাছ রয়েছে তেমনি আমাদের জন্যও বিশেষ কিছু নির্ধারণ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহু আকবার' এত দেখছি একই চরিত্র! সেই সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মদের জীবন নিবদ্ধ, তোমরা ঠিক তাই বলছ, যেমনটি বনী ইসরাঈলের লোকেরা মুসাকে বলেছিল, "আমাদের জন্য প্রতিমা নির্ধারণ করুন, যেমন তাদের প্রতিমা রয়েছে, তিনি বলেন, তোমরা হলে নির্বোধ সম্প্রদায়।" তোমরা পূর্ববর্তী জাতিদের অনুসরণ করবে।" (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ)

নেককার বান্দাদের ক্ষেত্রে সীমালংঘন হচ্ছে পৃথিবীতে শিরকের বিস্তার লাভের সবচেয়ে বড় কারণগুলোর অন্যতম। নূহ আলাইহিস সালামের কাওমের লোকেরা তাদের নেককার ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে

সীমালংঘনের কারণে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শিরকের সুচনা হয়। নুহ আলাইহিস সালামের কাওমের পূজ্য মূর্তিগুলোর মূল হচ্ছে নেককার বান্দারা। যখনই এদের কারো মৃত্যু হত তখনি তারা নিজেদের ইবাদত সমূহ স্মরণীয় করে রাখার উদ্দশ্যে ঐ লোকের মূর্তি তৈরী করে নিত। পরবর্তীতে তাদের আলেমগণ একে একে ইন্তিকাল করলে তারা আল্লাহকে ত্যাগ করে ঐ নেককার বান্দাদের উপাসনা করতে শুরু করে।

মহান আল্লাহ নেককার বান্দাদের ক্ষেত্রে সব ধরনের সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন । আহলে কিতাবদেকে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ বলেছেন,

يٰأَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ -

"হে আহলে কিতাবগণ, দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা বাড়বাড়ি করো না।" (সূরা নিসা ঃ ১৭১)

ইবনে জারির সুফিয়ানের সূত্রে মানসুর হতে মুজাহিদের বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, তাকে প্রশ্ন করা হল, তোমরা কি লাত ও উজ্জাকে দেখেছ ? তিনি বলেন, জাহেলী যুগে এক ব্যক্তি আটা পিষত (লাত অর্থ আটা পিষা) তার মুত্যু হলে সকলে তার কবরে ভীড় জমায়, এতে করে সে পুঁজনীয় হয়ে যায়। এমনি ভাবে আবু জাওজা ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ননা করেছেন যে, লাত নামে প্রসিদ্ধ মূর্তিটি ঐ ব্যক্তির যে হাজীদের জন্য আটা পিষত। এ মূর্তির পূজনীয় হওয়ার কারণ হচ্ছে এ নামের ব্যক্তিটি নেককাজ করেছিল। নেককার বান্দাদের ক্ষেত্রে কর্তব্য হচ্ছে তাদের মহব্বত করা,

তাদের সম্মান করা, ভাল কাজে তাদেরকে আদর্শ ও অনুকরণীয় মনে করা। তাদের প্রতি কেউ খারাপ ধারণা পোষণ করলে তা প্রতিহত করা, তবে তাদেরকে নিস্পাপ না মনে করা।। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করার কারণে এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর হক পরিপূর্ণ করে আদায় করা ও রাসূলের আনুগত্যসহ সকল হক আদায় করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদকে সত্য বলে স্বীকার করা এবং যারা আল্লাহ ও তার রাসুলকে মহবত করে তাদের মহব্বত করার কারণে তাদের প্রশংসা করা সঠিক । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مِنْ اَوْثَقِ عُـــرَى الايْمَـــانِ : اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ ، وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ -

"ঈমানের শক্ত ভিওি হচ্ছে, আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা পোষণ করা।" নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন. اَنْ يُحِبَّ الْمَرْءُ لاَ يُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰه

"কোন ব্যক্তি অপরকে শুধু মাএ আল্লাহর জন্যই ভালবাসবে।" অন্যত্র তিনি বলেন,

اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُـــوْلَهُ اَحَبُّ اِلَيْـــهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

"কোন ব্যক্তির নিকট আল্লাহ ও তার রাসূলই হবে তার সন্তান পিতাও সকল মানুষ হতে অধিক প্রিয় ।"

এই হচ্ছে নেক বান্দাদের হক বা অধিকার এবং তাদের প্রতি করণীয়। কিন্তু যে সব অধিকার আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট সেগুলোকে নেক বান্দাদের হক মনে করাটাই হল প্রকৃতপক্ষে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। যেমনটি মহান আল্লাহ ইহুদী ও খৃষ্টানদের সম্পর্কে বলেন,

اتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰه

"তারা তাদের পাদ্রী-পুরোহিত ও সন্যাসীদেরকে তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে।" (সূরা তাওবা ঃ ৩১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, হারাম ও হালাল ঘোষণা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার বা তার পক্ষ হতে তার রাসূলের। রসূল ব্যতীত কেউই নিস্পাপ নয়। সেহেতু রসূল ছাড়া কাউকেও অনুসরণ করা যাবে না। এ জন্য রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন,

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কারো আনুগত্য করা যাবে না।" মহান আল্লাহ বলেছেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ -

"তাদের কি এমন কতক দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।" (সূরা শুরা ঃ ২১)

প্রকৃত বরকত আল্লাহর হাতে

জেনে রাখুন, যে বিষয়টির প্রতি ইংগিত করা একান্ত প্রয়োজন তা হলো, সকল বরকত আল্লাহর পক্ষ হতে এবং আল্লাহর দিকেই তা প্রত্যাবর্তনশীল। তিনি মহাপবিত্র, তাঁর নামসমূহ বরকতময় ও গুণাবলী পুন্যময়। তাঁর বরকত দু'ভাগে বিভক্ত।

ক. বরকত হল আল্লাহর স্বকীয় গুণাবলী। এর কার্যক্রম বর্তমান কালের। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ (سورة الملك :١)

"মহামান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যার করায়ত্ব।" (সূরা মুলক ঃ ১)

খ. বরকত হল আল্লাহর ক্রিয়াবাচক গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এ থেকেই কুরআন শরীফে বলা হয়েছে থাকে 'বারাকা ফী-হা' অর্থাৎ 'তিনি এর মাঝে বরকত দান করেছেন।'

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, আল্লাহ যাতে বরকত নিহিত রেখেছেন তা হল 'মুবারাক' বা বরকতময়-কল্যাণময়। কিন্তু বরকত হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা অপ্রকাশ্য, শুধুমাত্র প্রমাণ দ্বারাই তা বুঝতে পারা যায়। মহান আল্লাহ যাকে বরকতময় বলেছেন তা বরকতময়। এ জন্যই পবিত্র মক্কাশরীফ বরকতময়, বায়তুল মুকাদ্দাস বরকতময়। কিন্তু কোন বস্তুকে বরকতের গুণে গুণান্বিত করলেই এ কথার অর্থ এ হয় না যে, বরকত শব্দটি ঐ বস্তুটির মাঝে স্বকীয় গুণে পরিণত হয়ে গেছে। অতএব কুরআন ও হাদীসের প্রমাণ ব্যতীত কোন বস্তু বরকতময় তথা মুবারক হয় না, হতে পারে না।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের দলিল উপস্থাপিত করতে না পারলে শুধুমাত্র দাবী করার দ্বারাই কোন বস্তুর বরকতময় হওয়ার গুণ অপর কোন বস্তুতে স্থানান্তরিত হয় না। কোন দলিল প্রমাণ ব্যতীত বরকত এক বস্তু হতে অপর বস্তুতে স্থানান্তর হওয়ার দাবী করা যাবে না। যদি প্রমাণ ব্যতীরেকে এক বস্তু হতে অপর বস্তুতে বরকত স্থানান্তরিত হওয়ার সুযোগ কেউ পেয়ে যায়, তাহলে এর মাধ্যমে বাতিল বিশ্বাস ও মতবাদ, অযৌক্তিক কথা ও অমূলক ধর্ম বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ ঘটবে। কেউ যদি দাবী উত্থাপন করে বলে যে, এটি প্রচলিত কথা, তা হলেও এর পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করা প্রয়োজন। যদি সে এর দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করতে সক্ষম হয় তাহলে তার কথা গন্য করা হবে। কারণ প্রচলিত প্রথা ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণীয় নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে শরীয়ত সমর্থন করে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لَاتَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ "তোমরা হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করো না।" এ জন্যই শরীয়ত সম্মত হালাল বস্তু দ্বারাই চিকিৎসা করতে হবে। যদি দাবী করা হয় যে, বরকত গ্রহণ করার জন্য এটা একটা সাধারণ নিয়ম বা কারণ, কিন্তু শরীয়ত সম্মত নয়, তাহলে তা গ্রহণ করা যাবেনা।

শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন উপকরণই সরাসরি ক্রিয়াশীল নয়, কারণ সেগুলো সৃষ্টবস্তু। আর সৃষ্টি তথা মাখলুক অপরের ক্ষেত্রে সরাসরি কোন ক্রিয়া করতে সক্ষম নয়। তাছাড়া স্থান ও কালের তুলনা

করারও কোন মূল্য নেই। স্রষ্টা যাতে যে গুণাবলী দিয়েছেন তাই তার মাঝে রয়েছে, অন্যে স্থানান্তরিত হবার জন্য অবশ্যই প্রমাণ লাগবে, আর এর কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যাতে বরকতের কথা বলেছেন, তার মাঝেই বরকত পাওয়া যাবে অন্যের মাঝে নয়। যেমন কিছু লোক কোন বস্তুকে স্পর্শ করে বা কারো শরীর ধরে বরকত হাসিল করার চেষ্টা করে যার কোন শরয়ী দলীল নেই, তা অবশ্যই বাতিল এবং তা তাওহীদ বা এর পূর্ণতার পরিপন্থী। এটি বাড়াবাড়ি যার কোন অনুমতি আল্লাহ পাক তাঁর শরীয়তে দেন নি। সুতরাং তা কোন ভাবেই জায়েয হতে পারে না। এ জন্যই একজন মুমিনের কর্তব্য হবে এ থেকে বিশ্বাসে ও কর্মে বিরত থাকা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজগুলোকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

১. অভ্যাসগতভাবে তিনি যা করেছেন। যেমন খাদ্য গ্রহণ, পানীয় গ্রহণ ও পোষাক পরিধান করা।

২. যা তিনি স্বভাবগতভাবে করেছেন। যেমন নিদ্রা যাওয়া, পায়খানা প্রশ্রাব করা ইত্যাদি।

৩. যা তিনি বিশেষভাবে করেছেন । যেমন তিনি ইফতার না করেই অব্যাহতভাবে রোজা রেখেছেন এবং রাত জাগা তার জন্য

অত্যাবশ্যকীয় ছিল।

৪. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিষয়কে ব্যাখ্যারূপে প্রকাশ করেছেন। যেমন তার নামায আদায় করা, মহান আল্লাহর এ বাণীর ব্যাখ্যা স্বরূপ ঃ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ "তোমরা নামায কায়েম কর" এবং আল্লাহর বাণী وَآتُوا الزَّكَاةَ এর বাস্তব ব্যাখ্যা করেছেন যাকাত আদায়ের মাধ্যমে।

৫. যা তিনি শরয়িতের বিধান জারীর জন্য করেছেন। যেমন চোরের হাত কাটা, বিবাহিত জিনাকারীর শাস্তির বিধান, রমজান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী সাথে মিলামিশার বিধান, ইত্যাদি।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়ে অনুকরণ-অনুসরণ করা সুন্নাত নয়। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ব্যষ্টিক ক্ষেত্রে অপরিহার্য (ওয়াজিব) হলে সামষ্টিক ক্ষেত্রেও অপরিহার্য, আর সুন্নত হলে সুন্নত। আর পঞ্চম ক্ষেত্রে অবস্থার তারতম্যে ওয়াজিব, সুন্নাত, হারাম, মুবাহ বা মাকরূহ হবে।

যদি তাঁর কর্মগুলো কোন স্থান বা কালের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে দুটি শর্তারোপ করা হবে ঃ

১. কর্মের সঠিক চিত্র প্রমাণিত হওয়া।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজটি করার উদ্দেশ্য প্রমাণিত হওয়া।

যদি শর্তগুলো নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় তাহলে ওয়াজিব ও

সুন্নাতের সকল ক্ষেত্রে তা অগ্রগন্য ও অনুকরণীয়। যদি শর্ত দুটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত না হয় বা একটি প্রমাণিত হয়, তাহলে কাজটি সুন্নত বলে গন্য হবে না। এ কারণেই শিলাখন্ডের উপর বসার বিষয়টিতে ইসলামী মণীষীগণ মতানৈক্য করেছেন, এর উপর বসা কি সুন্নাত নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনাক্রমে তাতে বসেছেন। যারা মনে করেন সেখানে বসা সুন্নাত তারা বলেন যে, রাসূল বিশেষ উদ্দেশ্যেই এর উপর বসেছেন। আবার যারা তা মনে করেন না, তারা এটিকে জায়েয মনে করেন, যেহেতু রসূল তাতে ঘটনাচক্রে বসেছেন। সুতরাং এতে নেকী অথবা গুনার কোন সম্পর্ক নেই।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব স্থানে উপবেশন করেছেন, সে সকল স্থানে উপবেশন করা এবং যেখানে গেছেন সে সব স্থানে গমন করা ততক্ষণ পর্যন্ত সুন্নত বলে গন্য করা হবে না, যতক্ষণ না এতে রসূলের উদ্দেশ্য বুঝা যাবে। এ জন্যই সাহাবায়ে কেরাম ইবনে উমর (রাঃ) কর্তৃক নবী করীমের চলার পথ ও প্রশাব-পায়খানার স্থানের অনুসরণ করার নীতিকে অপছন্দ করেছেন। কেননা, তিনি নবী করীমের বসার স্থান এমনকি তাঁর মল-মূত্র ত্যাগের স্থানেরও অনুসরন করার চেষ্টা করতেন।

এ জন্য, কারো উপর ইবনে উমরের ন্যায় কাজ করা কর্তব্য নয়।

কারণ তা ছিল একজন সাহাবীর ব্যক্তিগত অভিমত। আর এ ক্ষেত্রে মত প্রকাশের সুযোগ রয়েছে। এটা দলিল হিসেবে গন্য হবে না। অধিকাংশ সাহাবী এর বিপরীত মতের প্রবক্তা ছিলেন। এ কারণে হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন রসূল যে বৃক্ষের নীচে বসেছিলেন, সেখানে বসা সুন্নত নয়। কারণ তিনি তা ইচ্ছা করে করেননি। এমনিভাবে তিনি তাঁর সফরে যে সকল স্থানে বসেছেন সে সকল স্থানে বসা সুন্নত নয়। যেমন তাঁর আরাফার ময়দানে এক পাথর খন্ডের নিকটে অবস্থান করা। এর প্রমাণ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী- جَلَسْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

"আমি এখানে উপবেশন করলাম আর আরাফাতের মাঠ পূরোটাই অবস্থানস্থল।" এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, যথাপি এ বিষয়টি তাঁর নবুয়ত প্রাপ্তির পরের কর্ম, তাই তাঁর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেকার কর্মের হুকুমগুলো শরীয়তের মধ্যে ধর্তব্য নয়। যেমন হেরা পর্বতের গুহায় আরোহন করা। আর সওর পর্বতের গুহা সম্পর্কে কথা হচ্ছে, সেখানে তো তিনি ইবাদতের উদ্দেশ্যেই যান নি।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যক্তি বা বস্তুর পবিত্রতা

পবিত্রতা বলতে সম্মান করাও বুঝায়। শরিয়ত নির্ধারিত সীমার বাইরে কাউকে সম্মান প্রদর্শন বৈধ নয়। আর বস্তু বলতে স্থান, কাল ও সভা-সমাবেশকেও বুঝায়। সর্বোচ্চ সম্মান একমাত্র আল্লাহকেই দেখাতে হবে। কেননা তাঁরই রয়েছে পূর্ণাঙ্গ সিফাত বা গণাবলী ও সুন্দরতম নাম। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِلّٰهِ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ـ (سورة الاعراف : ١٨٠)

"আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ।" (সূরা আরাফ ঃ ১৮০) তাঁর প্রতিটি কাজেই রয়েছে বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা। যেমন তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন,

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ـ (البروج : ١٦)

"তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।" (সূরা বুরুজ ঃ ১৬)

তাঁর শরীয়ত হল ন্যায় ভিত্তিক। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُوْنَ

(سورة المائدة : ٥٠)

"খাঁটি ঈমানদারদের জন্য বিধান দানে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ হতে পারে?" (সূরা মায়িদা ঃ ৫০)

তার নিয়ামত সকল বান্দার জন্য অবারিত। মহান আল্লাহ

বলেছেন,

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لاَتُحْصُوْهَا -(سورة ابراهيم : ٣٤)

"তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুণে শেষ করতে পারবে না।" (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৩৪)।

অতএব শুধুমাত্র তিনিই এককভাবে এবং একমাত্র পরিপূর্ণ তাজিম ও সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত। তিনিই শুধুমাত্র সকল কিছুর উপর সর্বাধিক প্রশংসা পওয়ার যোগ্য। তিনি ব্যতীত আর সকলে সেটুকু তাজিম, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, আল্লাহর নিকট তার যতটুকু সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। আর তাহবে আল্লাহ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী। তাঁর নির্ধারিত নিয়েমের বাইরে সম্মান ও মর্যদা দান হবে হারাম।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, আল্লাহর শরীয়ত অনুমোদিত পদ্ধতি ও পন্থায়ই শুধুমাত্র কোন ব্যক্তির তাজিম, সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করা যাবে। শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায়ই শুধুমাত্র তারা মুমিনদের ভালবাসা মহব্বত ও সম্মানের অধিকারী হবে। এ ভিত্তিতে তাজিম তথা মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন দু'ধরনের।

(১) যে তাজিমের জন্য আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন। আর সে তাজিম হচ্ছে শরীয়ত নির্ধারিত সীমা রেখার মধ্যে।

(২) যে তাজিম বা সম্মান আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত নয় ও শরীয়ত নির্ধারিত সীমালংঘনমূলক, সে তাজিমই শরীয়তের সীমাতিরিক্ত তাজিম বলে গণ্য।

এ আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই হবে আর কারো জন্য নয়। আর তা হবে পরিপূর্ণ ও সর্বোচ্চ তাজিম। এ কারণে তাকে ব্যতীত অপর কাউকে এরূপ তাজিম করা এবং এরূপ গুণে গুণান্বিত করা ঠিক হবে না।

কোন স্থান, কাল বা সভা-সমাবেশকে যে টুকু সম্মান প্রদর্শন করার জন্য শরীয়ত অনুমোদন করে এবং এর সম্মান ও মর্যাদা স্বীকার করে, সে টুকু সম্মান ও তাজিম করা যায়। আর তা হবে যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন ও ভালবাসেন এমন স্থানে ইবাদত করা। যেমন কাবা শরীফের সম্মান প্রদর্শন করা হবে এর চারপাশে তওয়াফ এবং এতে ইবাদত করার মাধ্যমে । আর সাফা ও মারওয়ার সম্মান প্রদর্শন করা হবে এর মাঝে সা'য়ী করার মাাধ্যমে যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইবাদত। আরাফাতের ময়দান যেখানে জিলহজ্ব মাসের নবম তারিখে অবস্থান করা আল্লাহ বৈধ করেছেন, তা আল্লাহর ইবাদত। আর মসজিদে নববী যেখানে ইবাদত করা আল্লাহ বৈধ করেছেন এর সম্মান প্রদর্শন করা হবে এতে ইবাদতের মাধ্যমে। যারা সেখানে ইবাদত করবে তারা অধিক সওয়াবের অধিকারী হবে।

মসজিদুল আকসার জিয়ারত করাতে সওয়াব রয়েছে এবং তা আল্লাহর ইবাদত, আল্লাহ তা বৈধ করেছেন, এর মাধ্যমে তাকে সম্মান প্রদর্শন ও তাজিম করা হবে।

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা হজ্বের দিন, আইয়্যামে তাশরিক, রমজান মাস, সোম ও বৃহস্পতিবারকে সম্মানিত করেছেন। আর দুই ঈদের দিন, জুমার দিন এবং চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের নামায ও ইস্তিসকার নামায আদায়ের বিষয়গুলোকেও তিনি বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন। এমনিভাবে আরো অনেক বিষয়কে তিনি মর্যাদা দিয়েছেন।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে মর্যাদা দিয়েছেন, তাকে মর্যাদা দেখালে শরিয়তে বাড়াবাড়ি বলে গণ্য হয় না, কারণ তা আল্লাহর ইবাদত। আর ইবাদত হতে হবে কুরআন ও সুন্নার দলীলের ভিত্তিতে।

বর্তমানে যে সকল স্থান, কাল ও সভা-সমাবেশকে তাজিম করা হয়, যেমন কবর, বিশেষ কোন দিবস। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম দিবস বা মিলাদুন্নবী বা এ জাতীয় অন্যান্য দিবস এবং এসব দিবসে সভা সমাবেশ করা। যেমন মিরাজ দিবসের অনুষ্ঠানাদি করা, নবী করীম এর হিজরত দিবসে মাহফিল করা ইত্যাদি। এ জাতীয় কাজ করা বিদআত, নিন্দনীয় ও হারাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, « وكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » "প্রত্যেক

বিদয়াতই পথভ্রষ্টতা।" যদি এসব কাজ শরীয়ত সম্মত ও অনুমোদিত হত তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা অনুমোদন করতেন ও তা শরয়িত সম্মত হত এবং তাঁর তিরোধানের পর সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনদের সবাই তা করতেন। এমন কোন দলিল পাওয়া যায় না যে, এ জাতীয় কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। আর বাস্তব অবস্থা হল দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকালের পূর্বেই মানুষের কল্যাণকর ও ক্ষতিকর, দ্বীনি ও দুনিয়ার এমন কোন বিধান নেই যা তিনি বর্ণনা করেন নি অথবা উম্মতকে তা করতে উৎসাহিত করেন নি অথবা ক্ষতিকর হলে তা হতে ভয় প্রদর্শন ও সতর্ক করেন নি। নবী করীম সাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَيَزِيْغُ عَنْهَا اِلاَّ هَالِكٌ»

"অমি তোমাদেরকে সচ্ছ অবস্থায় রেখে গেলাম, এর রাত যেন দিনের ন্যায় আলোকোজ্জল, শুধুমাত্র ধ্বংসের পথে ধাবিত ব্যক্তি ব্যতীত কেউ এর থেকে দূরে সরে যাবেনা।"

মহান আল্লাহ বলেছেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ

نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاسْلاَمَ دِيْنًا –

"আজ তোমাদের জন্য দ্বীনকে পূর্নাংগ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থা হিবেসে মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়িদা ঃ ৩)

এ জন্য যে সব দিবসকে শরিয়তে সম্মানিত করা হয়েছে সে সব দিবসে বিশেষ কোন ইবাদত নির্ধারণ করা যাবে না, যাবে ততটুকুই যা দলীল-প্রমাণে পাওয়া যায়। প্রমাণ স্বরূপ আমরা নিম্নোক্ত হাদীসে দেখতে পাই ঃ

فَقَدْ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُخَصَّ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ بِقَيَامٍ أَوْ يَوْمَهَا بِصِيَامٍ –

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনে রোজা রাখা ও রাতে ইবাদত করার জন্য জুমার দিনকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন।'

কোন স্থান, কাল বা সভাসমাবেশকে প্রতি বছর উৎসবের জন্য নির্ধারিত করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের জন্য দু'টি উৎসবের দিন নির্ধারণ করেছেন। তা হল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। এতে প্রমাণিত হয় যে এ দু'টি উৎসব ছাড়া মুসলমানদের আর কোন

ঈদ বা উৎসব নেই। এ জন্যই যদি কেউ কোন বিশেষ দিবসে আনন্দ উৎসব করা বা কোন স্থানে সভা-সমাবেশ করার নিয়ম চালু করে তবে তা শরিয়ত সম্মত হবে না।

এমনিভাবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ইবাদতের স্থানে, তাদের ইবাদতের দিনে বা তাদের সভা-সমাবেশের সাথে মিল রেখে কোন কিছু করা হারাম। কারণ এতে তাদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। আর যারা যে সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। এ জন্যই যখন জনৈক ব্যক্তি কোন এক স্থানে পশু জবাই করার মানত মেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি তার নিকট জানতে চাইলেন যে, সেটি কি কোন মূর্তিপূজার স্থান, অথবা জাহেলী যুগের ঈদ উৎসবের স্থান? ঐ ব্যক্তি জানালেন যে ঐ স্থানটি এমন নয়। তখন তিনি তাকে ঐ স্থানে জবেহ করার অনুমতি দিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন স্থান অন্য সম্প্রদায়ের ইবাদতের জন্য নির্ধারিত, তাহলে সে স্থানে তাদের সাথে সাদৃশ্যের কারণে ইবাদত করা মুসলমানের জন্য হারাম। ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহররমের ১০ তারিখের রোজার সাথে ৯ অথবা ১১ তারিখ রোজা রাখার রেওয়াজ করে দিয়েছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

মূর্তি তৈরী, ছবি টাঙ্গানো ও এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন

মূর্তি বলতে কোন বস্তুর প্রতিকৃতি তৈরী করা বুঝায়। আর ছবি বলতে তৈলচিত্র বা শিল্পকর্ম যা কোন প্রাণীর হয়ে থাকে তা টাঙ্গানো বা কোন স্থানে স্থাপন করে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন বা ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন বুঝায়। এ সবই ইসলামী শরিয়তে নিষিদ্ধ তথা হারাম। এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে ছবি ও ছবি তৈরীকারীকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং মুসলমানদের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِى ، فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً أَو لِيَخْلُقُوْا حَبَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيْرَةً –

"আল্লাহ তায়ালা বলেন, তার চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে হতে পারে যে আমার সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি করতে চায়? তাহলে তারা একটি অনু তৈরী করুক অথবা তারা একটি শস্যদানা

উৎপাদন করুক, অথবা তারা একটি যবের দানা তৈরী করুক।”

বুখারী ও মুসলিম শরীফের অপর একটি হাদীস আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهِئُوْنَ بِخَلْقِ اللّه -

“কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে তাদেরকে যারা আল্লাহর সৃষ্টির প্রতিকৃতি তৈরী করে।”

বুখারী ও মুসলিম শরীফে অন্য একটি হাদীস ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِى جَهَنَّمَ -

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ প্রত্যেক ছবি তৈরীকারী জাহান্নামী হবে। সে যত ছবি তৈরী করেছে এর প্রতিটির মাঝে প্রাণ দেয়া হবে এবং এর দ্বারা তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে।”

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِى الدُّنَيَا كُلِّفَ اَنْ يُّنْفَخَ فِيْهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ .

"যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন ছবি তৈরী করবে তাকে (আখেরাতে) সে ছবিতে জীবন দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে, কিন্তু সে তা করতে পারবে না।"

মুসলিম শরীফে আবুল হাইয়াজ হতে বর্ণিত আছে,

قَالَ لِىْ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَّ تَدَعَ صُوْرَةً اِلاَّ طَمَسْتَهَا وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا اِلاَّ سَوَّيْتَهُ .

তিনি বলেন, আমাকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিষয়ে আমাকে প্রেরণ করেছিলেন, তোমাকে কি আমি সে বিষয়ে প্রেরণ করব না, কোন ছবি পেলে তা ছিড়ে ফেলবে এবং কোন উচুঁ কবর দেখলে তা মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে।"

উপরোক্ত সহী হাদীসগুলো হতে কয়েকটি বিষয়ের দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় ঃ

প্রথমত ঃ প্রতিকৃতি বা ছবি তৈরী করা হারাম।

দ্বিতীয়ত ঃ ছবি তৈরীকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির ঘোষণা।

তৃতীয়ত ঃ ছবি বা প্রতিকৃতি তৈরী করা হারাম হওয়ার কারণ হল আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য তৈরীর মাধ্যমে তাঁর সাথে বেআদবী করা। এ ছাড়াও ছবি তৈরী করা নিষিদ্ধ হওয়ার অন্য কারণও রয়েছে, আর তা হচ্ছে আল্লাহকে ত্যাগ করে সে সব ছবির পূজা করা এবং মূর্তিপূজার পথ সুগম হওয়ার এটি একটি মাধ্যম। এর প্রমাণ হিসেবে বলা যায় নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের মাঝে সর্বপ্রথম যে শিরকের প্রচলন ঘটে, সেটা ছিল পৃথিবীতে প্রথম শিরক। ইবাদত করার সময় এদের স্মরণ করার জন্য তারা তাদের নেককার লোকদের মৃত্যুর পর তাদের প্রতিকৃতি তৈরী করেছিল এবং পরবর্তীতে তারা তাদের পূজা করা শুরু করে দেয়। বর্তমান সমাজেও শিরক প্রচলিত। প্রতিকৃতি ও ছবি নিয়ে তাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়া অব্যাহত রয়েছে।

চতুর্থত ঃ ছবি সংক্রান্ত কথাগুলো আ'ম তথা ব্যপ্ত যা ছবি, তৈলচিত্র বা প্রতিকৃতি সবকিছুকেই বুঝায়। এ জন্য প্রতিকৃতি বা তৈলচিত্র অথবা ফটোগ্রাফি সবই নিষিদ্ধ, আর সর্বশেষটির ক্ষতিই সবচেয়ে বেশী। কারণ এর ক্ষেত্র খুবই বিস্তৃত। ফটোগ্রাফি যেভাবে কোন বস্তুর সৌন্দর্য নিখুতভাবে ফুটিয়ে তুলে তা অন্যভাবে অত সুস্পষ্ট হয় না। এ জন্য এর ক্ষতি

সর্বাধিক। আর বর্তমানে ছবির ব্যাপক প্রচলন দর্শকদের মনকে উদ্বেলিত করে তুলছে। ঐতিহাসিকভাবে একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, এ ছবির প্রচলনই মূর্তিপূজার দিকে ধাবিত করার একটি অন্যতম কারণ। শিরকের বিভিন্ন বাহন রয়েছে, প্রতিকৃতি শুধুমাত্র মূর্তিই হতে হবে ব্যাপারটি এমন নয়, বরং ছবির সাথে অন্তরের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, এর মাধ্যমে হৃদয়ে ভালবাসা বা ঘৃণা, ভয় বা হতাশা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়, যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

তবে বিশেষ প্রয়োজনে ছবি উঠানো জায়েয। যেমন অপরাধী বা গুপ্তচরদের ছবি উঠানো এবং যে ছবি তোলা অত্যাবশ্যকীয় যেমন পাসপোর্টের জন্য বা পরিচয়পত্রের জন্য ছবি উঠানো। এসব কাজে ছবি তোলা বৈধ করা হয়েছে বিশেষ প্রয়োজনে জীবন বাঁচানোর জন্য মৃতপ্রাণী ভক্ষণ বৈধ হওয়ার মত। এগুলো শুধুমাত্র প্রয়োজন অনুযায়ীই করতে হবে, এর বেশী কিছু নয়।

বর্তমানে আমরা ছবির ক্ষতিকর দিকগুলো প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করছি। পৃথিবীর তাগুত শয়তানেরা তাদের প্রতি মানুষের মনকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ছবি ব্যবহার করে যাচ্ছে। সত্যবিমুখেরা মানুষের মধ্যে ফিতনা ফাসাদ, ও উলঙ্গপনা প্রস্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে ছবি ব্যবহার করছে।

বরং ছবি একটি দর্শন বা শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে যার জন্য বিভিন্ন একাডেমী গড়ে তোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পণ্যাদি উপস্থাপন করছে। কেউ আবার এর মাধ্যমে নিজেদের দর্শন প্রচার করছে। যেমন জড়বাদী, ধর্মনিরেপক্ষতাবাদী ও কমুনিষ্টরা ছবির মাধ্যমে তাদের দর্শন প্রচার করছে।

এরপরও কি মুসলমানদের চেতনা ফিরছে? ছবির ক্ষতিকারক দিকগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে? কেউ কেউ আবার একে সঠিক আকিদা-বিশ্বাস প্রচার করার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার চিন্তা-ভাবনা করছে। কিন্তু শরিয়ত নিষিদ্ধ জিনিস দিয়ে কোন কিছু করা ঠিক হবে না। কেননা, যা জায়েয নয় তা ব্যবহার করা উচিতই নয়।

কোন কোন মহল এ ব্যাপারে সন্দেহের জাল সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। যার সারসংক্ষেপ হল তারা বলতে চায় যে, ফটোগ্রাফী হচ্ছে ছায়াকে আবদ্ধ করা। আর ছবি হচ্ছে বাহিরে যা বাস্তব, এছাড়া আর কিছু নয়। যেমন আমরা আয়নায় প্রতিচ্ছবি দেখি। এর জবাবে বলা যায়, জ্ঞানগত, প্রচলিত রীতি ও শাব্দিক অর্থের সকল দিক বিবেচনায় ছবিকে ছায়া ধরলে বা আবদ্ধ করে রাখলেই ছবি বের হয় না, বরং প্রত্যক্ষভাবে ছবি বের করে আনার জন্য তার কিছু প্রক্রিয়া বা পরিচর্যার

প্রয়োজন। আয়নায় দেখা ছবি স্থায়ী নয় বরং তা কোন বস্তুর প্রতিচ্ছবি মাত্র। এ কারণে তা স্থায়ী হয় না, আর তা সংরক্ষণ করাও সম্ভব নয়। কিন্তু ফটোগ্রাফী এ থেকে ভিন্ন, তাই ছবি হারাম। এতে রয়েছে সাদৃশ্য এবং তা মূর্তিপূজার দিকে ধাবিত করে। এখানে আরেকটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন, তাহল যদি ছবি তৈরী দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করা উদ্দেশ্য বা যার ছবি তৈরী করা হচ্ছে তার পূজা করা উদ্দেশ্য হয় অথবা শ্রদ্ধা নিবেদন করার উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণে ছবির প্রচলন করা হয়, তাহলে এটা সরাসরি কুফুরী কাজ। আর এটা সবচেয়ে বড় কুফুরী। এরূপ কাজ মানুষকে ইসলামের গন্ডী হতে বের করে দেয়। এ জন্য সকল মুসলমানকে ছবি তৈরী করা হতে বিরত থাকা এবং তা হতে দূরত্বে অবস্থান করা ওয়াজিব। যদি ছবিকে সমূলে ধ্বংস করা ও তার মূলোৎপাটন সম্ভব না হয়, তাহলে তা যেন কমে আসে সে চেষ্টা করা কর্তব্য এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও যা বৈধ করা হয়েছে তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করা দরকার। যেন মূর্তিপূজার বাহনের বিলুপ্তি ঘটে এবং আল্লাহর একত্ববাদ ও তদনুযায়ী আমলের প্রসার লাভ ঘটে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিদয়াতী ঈদ উৎসব ও সভাসমাবেশ

ঈদ বলতে বুঝায় বছরান্তে বা মাসান্তে অথবা সপ্তাহান্তে যে সমাবেশ ও উৎসব করা হয়ে থাকে। ঈদ শব্দের বহুবচন হল আ'য়াদ। ঈদ বা উৎসবে অনেক বিষয়ের সমাগম ঘটে। ঈদ কোন নির্দিষ্ট দিনে, স্থানে বা সময়ে সমাবেশ বা উৎসব করা বুঝায়।

নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ভিত্তিক ঈদ, যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার দিন সর্ম্পকে বলেছেন,

إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللّهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ عِيْداً

এ দিনকে (জুমা) আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য উৎসবের দিন করেছেন।”

ঈদ বলতে একত্রিত হওয়া ও কাজকর্ম করাও বুঝায়। যেমন ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর বাণী ঃ

شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঈদে উপস্থিত হয়েছিলাম ।”

ঈদ স্থান ভিত্তিক হতে পারে, যেমন - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَاتَتَّخِذُوْا قَبْرِى عِيْدًا

"আমার কবরকে তোমরা উৎসবের স্থান করোনা ।"

ঈদ কখনো কখনো কোন নির্ধারিত দিনে একত্রিত হয়ে কোন কাজকর্ম করার অর্থেও হতে পারে- যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

دَعْهُمَا يَا اَبَابَكَرٍ فَاِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا ، وَاِنَّ هَذَا عِيْدُنَا -

"হে আবু বকর! এদেরকে ছেড়ে দাও, কারণ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উৎসব রয়েছে । আর এ হচ্ছে আমাদের উৎসবের দিন।"

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, কোন নির্ধারিত দিনে যা কোন স্থানে কোন ধরনের সভা-সমাবেশ করা বা কোন বিশেষ আনন্দানুষ্ঠান অথবা উৎসব পালন করা শরীয়ত সম্মত হবে না। শুধুমাত্র শরীয়তে যাকে ঈদ বা উৎসব রূপে গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করে, তা-ই পালন করতে হবে। আর যে সব অনুষ্ঠান বা উৎসব আল্লাহর দুশমনদের সাথে মিলে যাবে বা তাদের সাথে, সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, যেমন ইহুদী-খৃষ্টান বা মুশরিকদের সাথে তা তো খুবই মারাত্মক ও হারাম এবং বড়ই বিপজ্জনক। কেননা এতে বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়।

আর এ জন্যই যখন জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের নিকট "বাওয়ানা" নামক স্থানে মানত করা পশু

জবেহ করার অনুমি প্রার্থনা করল, তখন তিনি বললেন, সেখানে কি বিধর্মীদের কোন উৎসব পালিত হয়ে থাকে? ঐ ব্যক্তি বলল, না। তিনি বললেন, তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর।” এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন স্থান অন্য কোন সম্প্রদায়ের উৎসব স্থল হয়, সেখানে আমাদের কেউ মানত মানলেও তা পূর্ণ করা সঠিক হবে না। তেমনি ভাবে তাদের মূর্তি পুজার স্থানেও মানত পূর্ণ করা ঠিক নয়। যদি বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ না হত, তাহলে এ বিষয়ে বড় ধরনের আলোচনা হত না এবং এত চুলচেরা বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন পড়ত না। এটা সর্বজন বিদিত যে, বিধর্মীদের উৎসব স্থলে গেলে তাদের কাজে অংশগ্রহণ না করলেও প্রকৃতপক্ষে সে কাজকে সমর্থন করা হয়ে যায় এবং তাদের স্থানকেও সম্মান করা হয়, যা শরিয়ত সমর্থিত নয়।

সুতরাং জন্ম বার্ষিকি পালন করা হারাম। চায় সেটি ঈসা আলাইহিস সালামের জন্যই করা হোক কিম্বা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের জন্য অথবা অন্য কারো জন্য। কেননা, এ কাজটি ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ও অনুকরণীয় হয়ে যায়। এমনি ভাবে শরীয়ত অনুমোদন করে না এমন সমাবেশ চায় সেটা সপ্তাহান্তে বা মাসান্তে কিম্বা বছরান্তে হোক তা জায়েয নয়। যেমন বছরের প্রথম দিন পালন, হিজরী সন পালন, ইসরা বা মিরাজের দিন পালন অথবা ১৫ই শাবানের

রাত পালন ইত্যাদি।

এমনি ভাবে নতুন নতুন যে সব উৎসব বর্তমান সময়ে মহাসমারোহে পালন করা হয়, যেমন স্বাধীনতা দিবস, বৃক্ষ রোপণ দিবস, খাদ্য দিবস, শিশু দিবস ইত্যাদি দিবস পালনও জায়েয নয়।

আমরা উপরে যা আলোচানা করেছি তার প্রমাণ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে। যেমন,

اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ، دَعْهُمَا يَا اَبَا بَكْرٍ ، فَاِنَّهَا اَيَّامُ عِيْدٍ .

"হে আবু বকর! তাদেরকে ছেড়ে দাও, এটা হচ্ছে ঈদের দিন।" আর ঐ দিনগুলো ছিল মিনায় কুরবানী করার দিন। অপর বর্ণনায় এসেছে "এ টি আমাদের ঈদ।" অন্য বর্ণনায় আছে "এ দিন হচ্ছে আমাদের ঈদের দিন।"

বিষয়টি দু'দিক থেকে প্রমাণিত ঃ

১. মহা নবীর বাণী-

فَاِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهَذَا عِيْدُنَا

"প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব উৎসবের দিন রয়েছে। আর এটি হচ্ছে আমাদের ঈদ বা উৎসব।" এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক সসম্প্রদায়ের নির্ধারিত উৎসব আছে । যেমন মহান

আল্লাহ বলেছেন, وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে যে দিকে সে মুখ করে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৪৮) ইহুদী-খৃষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ঈদ উৎসব তাদের জন্য খাস, তা আমাদের জন্য নয়। আমরা তাদের সে উৎসবে অংশ গ্রহণ করব না, যেমন আমরা তাদের ধর্মে অংশ গ্রহণ করি না।

২. মহা নবীর বাণী-

هَذَا عِيْدُنَا "এটি আমাদের ঈদ।"

এ বাণীর দাবী হচ্ছে আমাদের ঈদ আমাদের জন্য খাস। এ ঈদ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন ঈদ-উৎসব নেই এবং তার বাণী ঃ وَاِنَّ عِيْدَنَا هَذَا الْيَوْم "এদিন হচ্ছে আমাদের ঈদ।"

এখানে ঈদকে আমাদের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর 'এ দিন' শব্দটি নির্দিষ্টবাচক। যার অর্থ দাঁড়ায় সমস্ত উৎসব এদিনকে কেন্দ্র করেই ঘটবে, এ দিনের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর বাণীও এর প্রমাণ বহন করে। তিনি বলেছেন,

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هَذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدٌّ–

"যারা আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু সংযোজন করবে যা এর

অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।"

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এসব উৎসব ও সভা-সমাবেশ আমাদের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এগুলো পরিত্যাজ্য। অর্থাৎ এগুলো বাতিল, এসব ঈদ পালন ও উৎসব করা হারাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীও তার প্রমাণ। তিনি বলেছেন,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ "প্রত্যেক বিদয়াতই পথভ্রষ্টতা।"

অতএব এ সর্ব ঈদ ও সভা-সমাবেশ সবই বিদয়াত এবং তা পথভ্রষ্টতা। সুতরাং এগুলো পালন ও এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হারাম।

ঈদ তথা উৎসব হয়ত স্থান সম্পর্কিত হবে, না হয় কাল সম্পর্কিত হবে, না হয় সভা-সমাবেশ সম্পর্কিত হবে। যে সব আনন্দ উৎসব স্থান সম্পর্কিত হয় শরীয়তের বিধানানুযায়ী তা তিন ভাগে বিভক্ত।

১. ইসলামী শরীয়তে যার কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

২. ইসলামী শরীয়তে যার বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ইবাদত নয়।

৩. যাতে ইবাদত করা শরীয়ত সম্মত, কিন্তু তা উৎসব হিসেবে গণ্য নয়।

প্রথম ভাগের উদাহরণ সাধারণত সকল স্থানই এর অন্তর্ভুক্ত।

যে সব বিষয়ের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই, যেখানে ইবাদত করার জন্য শরীয়ত কোন নির্দেশও প্রদান করে নি সে স্থানকে নির্ধারিত করা, ইবাদতের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করাও জায়েয নয়। যেমন কোন মরুভূমি, অথবা ইহুদী-খৃষ্টানদের উৎসবের স্থান এমন সব জায়গা।

দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণ যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর ও অন্যান্য কবর অথবা রজব মাস।

তৃতীয় ভাগের উদাহরণ যেমন কোবা মসজিদে নামায় আদায় করা। এতে নামায আদায় করা শরীয়ত সম্মত। কিন্তু প্রতি বছর বা প্রতি মাসে উৎসব করে সেখানে যাওয়া যাবে না। এমনি ভাবে শাবান মাসের ১৫ তারিখে রাত যাপন। এ রাতে মর্যাদা ও ফজিলত স্বীকৃত ও প্রমাণিত, কিন্তু প্রত্যেক বছর এ রাতে ঘটা করে ইবাদত করা জায়েয নয়।

সময়ের সাথে সম্পর্কিত উৎসবগুলোও শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত।

১. এমন দিন যাকে মূলত ইসলামী শরীয়তে কোন মর্যাদা দেয়া হয়নি। যেমন রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার। ২. যে দিনে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কিন্ত তা কোন উৎসব হওয়ার দাবী রাখে না যেমন জিলহজ্ব মাসের ১৮ তারিখ যা "গাদিরে খুম" নামে প্রসিদ্ধ।

৩. যে দিনের তাজিম ও সম্মান ইসলামী শরীয়তে স্বীকৃত।

যেমন আশুরার দিন, আরাফার দিন এবং দুই ঈদের দিন ইত্যাদি।

এ তিন প্রকারের প্রথম প্রকারকে কোন ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা অথবা সে দিন কোন সভা-সমাবেশ করা হারাম। তেমনি ভাবে দ্বিতীয় প্রকারের বেলায়ও একই হুকুম। কিন্তু তৃতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তার রাসূল যে বিধান বা হুকুম দিয়েছেন তা লংঘন করা যাবে না।

এসব বিদয়াতী স্থান, কাল ও সভা-সমাবেশ বিষয়ক উৎসবাদীর সাথে আরো যে সব বিদয়াতী কাজ সংঘটিত হয় সেগুলো আরো বড় ও মারাত্মক ধরনের বিদআত এবং সে ব্যাপারে শরীয়তের বিধানও কঠোর। যেমন ঈদের দিনে কবরে গমন, সেখানে সমাবেশ করা, কবরের পাশে উৎসব পালন করা। বরকত হাসিল করার উদ্দেশ্যে বায়তুলমুকাদ্দাসে গমন করা কিম্বা বরকত হাসিল করার উদ্দেশ্যে আরাফাতের পাহাড়গুলো তওয়াফ করা। এ জাতীয় অপরাপর বিদয়াতী উৎসব করা, যার সমর্থনে আল্লার কুরআন ও রসূলের হাদীসে কোন প্রমাণ নেই।

শরীয়ত্তে সভা-সমাবেশ সম্পর্কিত বিধানও তিন প্রকার।

১. শরীয়তে আসলেই যার কোন বিধান নেই, যেমন জন্ম দিনে উৎসব করা।

২. শরীয়তে যে জন্য একত্রিত হওয়া বৈধ- যেমন জামায়াতের সাথে নামায আদায় এবং দুই ঈদের নামায এবং এরূপ অন্যান্য

জমায়েত বা সমাবেশ।

৩. যে জন্য একত্রিত হওয়া হারাম, যেমন ফরজ নামায আদায়ের জন্য কবরস্থান বা মাজারে জমায়েত হওয়া, মৃত ব্যক্তিদের কাছে দোয়া চাওয়া বা এদের কবরের চারিদিকে তওয়াফ করা।

সকল মুসলমানের জন্য অবশ্য করণীয় হল, তাদের দ্বীনকে সব ধরনের সন্দেহ হতে মুক্ত রাখা যা একে কলুশিত করে। কারণ দ্বীনের মধ্যে যখনই বিদয়াত অধিক পরিমানে প্রবেশ করবে তখনই তা দ্বীনের সঠিক চিত্রকে পাল্টে ফেলবে। তখন দ্বীন হয়ে যাবে মনগড়া, অযৌক্তিক ও অমূলক ধর্ম বিশ্বাস, যার কোন দলিল প্রমাণ আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন নি। দ্বীনকে সঠিক ভাবে সংরক্ষণের দুটি পন্থা রয়েছে।

প্রথমত ঃ দ্বীনকে সঠিক ভাবে শিখে ও শিক্ষা দিয়ে এবং এর প্রচার ও প্রসার ঘটানর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা। যেন দ্বীনের ধারণা সবার নিকট স্পষ্ট ও সচ্ছ হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক সকল কুফরী, বিদয়াত, কুসংস্কার ও পাপকে নির্মূল করার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম করা। যেন ইসলামের পরিচিতি ও উপস্থিতি সবার সামনে সচ্ছ ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে এবং দুশমনরা পুলকিত ও আনন্দিত না হতে পারে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ

مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ -

"তারা আল্লাহর নূরকে ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায় কিন্তু আল্লাহ তার আলোকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।" (সূরা সফ ঃ ৮)

উল্লেখিত আলোচনা হতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন ধরনের উৎসব, সমাবেশ এবং অনুষ্ঠান করা যা শরিয়ত সমর্থিত নয়, তা বিদয়াত ও হারাম। আর এ সব হলো শিরকের অসিলা বা বাহন। এ গুলো যে শিরকের বাহন তা দু'দিক থেকে প্রমাণিত।

প্রথমত ঃ এসব উৎসব ও সমাবেশের মাধ্যমে প্রকাশ্যে ইহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ে সাথে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় যা আভ্যন্তরীন সাদৃশ্যও সৃষ্টি করে। কেননা, কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যই তাদের কাজকে উত্তম মনে করা প্রমাণ করে। আর সাদৃশ্যের কারণে তাদের সাথে হাশর হবার আশংকা রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "যারা যে সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কার্জ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।"

এ বাক্যটি পরিস্কারভাবে প্রমাণ করে যে, প্রকাশ্য সাদৃশ্য আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্যে দিকে ধাবিত করে।

দ্বিতীয়ত ঃ বিশেষ বিশেষ বিদয়াতী উৎসব ও সভা-সমাবেশ

অনুষ্ঠান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিত দ্বীনের এবং আল্লাহর অবতীর্ণ হুকুমের পরিপন্থী। এতে আল্লাহর নাফরমানী করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

اَمْ لَهُمْ شُـرَكَـاؤُ شَـرَعُـوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَـالَمْ يَأْذَن بِـه اللّٰهُ ـ

“এদের কি এমন দেবতা রয়েছে যারা এদের জন্য বিধান রচনা করছে, যা করার অনুমতি আল্লাহ দেন নি? (সূরা শুরা ঃ ২১)

এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, এসব কাজ শিরকের অসিলা তা ছোট বা বড় যে শিরকই হোক না কেন। যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো উপাসনা বা ইবাদতের জন্য তা ব্যবহৃত হয় তাহলে তা বড় শিরক। এছাড়া অপর কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে তা হবে ছোট শিরক। শিরকে আকবর বা বড় শিরক আল্লাহর একত্ববাদের (তাওহীদের) পরিপন্থী। আর শিরকে আসগর বা ছোট শিরক পরিপূর্ণ তাওহীদের বিপরীত।

এমনিভাবে বিদয়াতী পন্থায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সভাসমাবেশ ও উৎসব পালন করা কবিরা গুনাহের মধ্যে গণ্য। তা দ্বীনের প্রকৃত চিত্র পাল্টে দেয় এবং কুফরীর দিকে ধাবিত করে। সে কুফরী বড় ধরনের হলে ইসলামের গণ্ডী হতে বের করে দেয়। আর কুফরী ছোট ধরনের হলে তা ইসলামের গণ্ডী হতে বের

করে না, তবে মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে গেলে কঠোর শাস্তির আশংকা রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে বিভিন্ন বিদয়াতী অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন উৎসব পালন কিভাবে মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এবং ইসলামী মূল্যবোধকে মুসলমানদের অন্তরে দুর্বল করে দেয় তার ক্ষতিকর দিকটি পরিস্কার হয়ে উঠেছে। এ কথা বলা যাবে না যে, আমরা এ সব অনুষ্ঠানাদি করলেও ওসবে বিশ্বাস করি না। কারণ শরীয়ত কোন জিনিসের ক্ষতিকর দিকটিকেই বেশী বিবেচ্য বলে গণ্য করে। আর সে কাজের বাহনকে মূল বিষয়ের বিধানে বিচার করে। সুতরাং শিরকের বাহন বা অসিলা বলে শরিয়ত যে বিষয়কে গণ্য করে, সে বিষয়ে শিরকের বিধানই প্রয়োগ করা হবে, তা ছোট বা বড় যাই হোক না কেন।

সমাপ্ত

وسائل الشرك

(باللغة البنغالية)

إعداد

القسم العلمي في الدار

ترجمة

أبو الكلام محمد عبد الرشيد

متخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

HOUSE OF THE PROPER KNOWLEDGE

FOR PUBLISHING & DISTRIBUTION

Riyadh- 11438 P.O.Box 32659 Tel 4201177 Fax 4228837

من وسائل الشرك

إعداد :
القسم العلمي ف يالدار

ترجمة :
أبو الكلام محمد عبدالرشيد

ردمك : ٤ ـ ٤ ـ ٩٥٦٦ ـ ٩٩٦٠